তারিখ ... 28 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ .....

দৈনিক
ইত্তেফাক

গণগ্রন্থাগারে চিত্রকলা বিষয়ক বিশেষ কর্নার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের সব সরকারি গণগ্রন্থাগারে চিত্রকলা বিষয়ক ক্যাটালগ নিয়ে বিশেষ কর্নার চালু করছে সরকার। বেঙ্গল ফাউন্ডেশন বিগত বছরগুলোতে যেসব প্রদর্শনী হয়েছে সেসব প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, পোর্টফোলিও এসব গ্রন্থাগারে হস্তান্তর করেছে। গত দুই মাস ধরে দেশের ৭০টি গণগ্রন্থাগারে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন তাদের শিল্প বিষয়ক পাঠ্যসম্ভারগুলো পাঠিয়েছে। যা এখন সব গ্রন্থাগারে পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২৩৭টি বিষয়ের ৫৮৪টি চিত্রকলা সম্পর্কিত বই, ক্যাটালগ ও ফোলিও মিলিয়ে মোট ৩৯ হাজার ৪৮০টি পাঠ্যসম্ভার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন এসব গ্রন্থাগারে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। গণগ্রন্থাগারে দেয়া বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের এসব উপকরণের তালিকায় রয়েছে প্রায় ১২০০ শিল্পীর কাজের প্রতিলিপি, শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং প্রদর্শনী ও শিল্পরীতি সম্বন্ধে শিল্প-সমালোচকদের প্রবন্ধ; তরুণ ও শিশু শিল্পীদের কাজের প্রতিলিপি, বাংলাদেশের ১০০জন শিল্পীর সিরিজ 'শেকড়ে ও সৃজনে' এবং ৯টি ফোলিও।

এই হস্তান্তর উপলক্ষে গতকাল হোটেল সোনারগাঁওয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন। এ সময় জানানো হয়, এখন থেকে যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এসব গণগ্রন্থাগারে তাদের ক্যাটালগ প্রদর্শনের জন্য দিতে পারবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক সচিব আকতারী মমতাজ ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আশীষ কুমার সরকার। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আবুল খায়েরের সভাপতিত্বে পুরো প্রকল্পের বিষয়ে জানান ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে কিভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গণগ্রন্থাগারগুলোতে পাঠ্যসম্ভাব পাঠানো সংক্রান্ত আট মিনিটের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। আসাদুজ্জামান নূর বলেন, সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া আলোকিত মানুষ গড়া সম্ভব নয়। আমরা যদি আলোকিত মানুষ গড়তে না পারি তাহলে অন্ধকারের শক্তি বারবার আঘাত হানতেই থাকবে।